প্রেস রিলিজ

দেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সঠিকভাবে দুর্নীতি দমনে কাজ করতে হবে - মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশনের আলোচনায় দুদক চেয়ারম্যান

- মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্মেলন কক্ষে আজ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সম্মানিত কমিশনারদ্বয়, দুদক সচিব, সকাল মহাপরিচালক, পরিচালক, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ। এছাড়াও অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন সকল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালকগণ।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান তাঁর বক্তব্যে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি আরও স্মরণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষাধিক মা-বোনকে যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ এই স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদ বঙ্গমাতাসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকলের অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, আমাদেরকে প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে। ইতিহাস ঘেঁটে প্রকৃত সত্য জানতে হবে এবং তা উপলব্ধি করতে হবে। আগামী প্রজন্মকে শেখাতে হবে।এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবারের মা বাবারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর সকল স্বপ্ন এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্য থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, সেগুলোকে ধারণ করতে হবে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। প্রকৃত দেশপ্রেমিকগণ কখনো দুর্নীতিগ্রস্থ হতে পারেনা। দেশকে ভালবাসলে কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে দেশের ক্ষতি করতে পারে না। তারা কখনো প্রকৃত দেশপ্রেমিক নয়। আমাদের প্রশ্ন রাখতে হবে নিজের কাছে - আমরা নিজেরা দুর্নীতিমুক্ত কিনা। আত্মসমালোচনার মাধ্যমেই আমরা সংশোধন হতে পারব। আমাদের দেশ থেকে দুর্নীতি দূর হবে। আমরা একটি উন্নত দেশ উপহার দিতে চাই। আর এ দেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সঠিকভাবে দুর্নীতি দমনে কাজ করে যাওয়া। এ আশাবাদ ব্যক্ত করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

কমিশনার (অনুসন্ধান) জনাব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এখনও সেই সংগ্রাম করে যাচ্ছি। সংগ্রামের সফল হতে হলে আমাদের কথা ও আচরণে সমন্বয় থাকতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে আমাদের প্রকৃত অর্থে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে এবং আমাদের কাজে তার বাস্তব প্রতিফলন থাকতে হবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে দুদকের কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক বলেন, আমরা স্বাধীনতার পর গত ৫১ বছরে অনেক সূচকে এগিয়ে গিয়েছি কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারলে আমাদের এই উন্নতি টেকসই হবে ন। দুঃখজনকভাবে অগ্রগতির পাশাপাশি আমাদের সমাজে বৈষম্যও বেড়েছে। বৈষম্য দূর করার জন্য আমরা যদি কাজ করতে পারি সেটাই হবে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো অবহেলি। একে ঢেলে সাজাতে হবে। এখনও শিক্ষিত লোক দুর্নীতিগ্রস্ত এই অপবাদ আমাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তাই আমাদের দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার কাজে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন। এছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেন রাঙ্গামাটি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব মোঃ সফিউল্লাহ। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেন রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল করিম। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও আজকের বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন মহাপরিচালক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ।

মহান বিজয় দিবস ২০২২
উদযাপন উপলক্ষে
আলোচনা সভা